দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .OV. 25 1999
পৃষ্ঠা ০২ কলাম ৭

ভোলার ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজে ৮৪ জন শিক্ষকের পদ শূন্য ঃ ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত

ভোলা জেলা সংবাদদাতা ঃ ভোলা সরকারী ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে ১০৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ২১ জন আছেন। ৮৪ জন শিক্ষকের পদ খালী। ফলে অভিভাবক ও ছাত্রীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে।

স্বাধীনতার পর '৭৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছার নামে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। জিয়াউর রহমানের আমলে সরকারীকরণ ও ৩ বছর আগে ৭ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কলেজ চলছে। কলেজে প্রচুর ছাত্রী ও বেশ কয়েকটি ভবন রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে পড়ালেখা হচ্ছে না। ছাত্রীরা কলেজে এসে ক্লাস করতে না পেরে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে অধ্যাপকের ৭টি, সহযোগী অধ্যাপকের ২৪টি, সহকারী অধ্যাপকের ২২টি ও প্রভাষকের ৩১টি পদ খালি। এরমধ্যে অনার্স কোর্স চালু করার পূর্বের সহযোগী অধ্যাপকের ১৭টি, সহকারী অধ্যাপকের ১টি, প্রভাষকের ৩টি এবং অনার্স চালু করার পর অধ্যাপকের ৭টি, সহযোগী অধ্যাপকের ৭টি, সহকারী অধ্যাপকের ১৪টি ও প্রভাষকের ১৪টি পদ সৃষ্টি করা হয়নি। অর্থাৎ কলেজটিতে ৬৩ জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি এবং সৃষ্টি করা পদের মধ্যে ২১ জনের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ খালি।

একাধিক বিষয়ে ১ জন করে শিক্ষক আছেন। তার পক্ষে ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী ও অনার্সের ক্লাস নেয়া কি সম্ভব? অন্যদিকে, গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে গত ১২ বছর ও কৃষি বিজ্ঞানে অনেকদিন যাবৎ শিক্ষক নেই। অনার্স চালু করার পর মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে ঢাকা বা বরিশাল গিয়ে পড়ার সুযোগ পেত না। এখানে আগ্রহ নিয়ে ভর্তি হলেও শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারছে না। অনেকে অনার্স ছেড়ে পাস কোর্সে ফিরে যাবার কথা ভাবছে।

দ্বীপ জেলা ভোলার মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের একমাত্র প্রতিষ্ঠান সরকারী ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত। অভিভাবক ও ছাত্রীবৃন্দ শিক্ষক স্বল্পতা দূর করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আশু দৃষ্টি কামনা করছে।